দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUL 1 .. 1999

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

174

সম্পাদক সমীপে

শিক্ষকদের প্রসঙ্গে

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ। আর এই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য প্রয়োজন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। কিন্তু শিক্ষা গ্রহণের জন্য যেটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন সেটা হচ্ছে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আদর্শবান শিক্ষক। কিন্তু আমাদের দেশে কিছু কিছু শিক্ষকের অবস্থান এখন কোথায়? ছাত্ররা বিদ্যালয়ে যায় শেখার জন্য। আর এই সুযোগ গ্রহণ করছেন শিক্ষক মহল। তারা শিক্ষার্থীদেরকে ক্লাসে জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেখায় না বা গুরুত্বসহকারে ছাত্রদের বুঝানোর চেষ্টা করেন না। যদি সত্যিকার অর্থে একজন শিক্ষক সৎ মন-মানসিকতা নিয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হয় তাহলে প্রাইভেট টিউটরের উপর নির্ভরশীল না হয়ে একজন ছাত্র ভাল রেজাল্ট করতে পারে। উপরন্তু তারা শিক্ষার্থীদের তাদের নিজের কাছেই প্রাইভেট পড়ানোর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। আবার অনেক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অভিভাবক বা গৃহশিক্ষক কর্তৃক শেখা বিষয়গুলো সঠিক এবং নির্ভুল হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোর প্রতি তেমন আগ্রহ দেখায় না। তাদের মনোভাব ও লক্ষ্য এমন থাকে যে, ভাল শিখতে হলে এবং ভাল রেজাল্ট করতে হলে তাদের কাছেই প্রাইভেট পড়া ছাড়া সম্ভব হবে না। বিশেষ করে কিছু কিছু অংক শিক্ষকদের এই ধরনের মন-মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। তারা অভিভাবক বা টিউটর কর্তৃক করা অংকগুলো সঠিক হওয়া সত্ত্বেও এর উপর এমন মনোভাব দেখান যে, এই নিয়মটা খুব ভাল নয় বা এই ধরনের নিয়ম দ্বারা পূর্ণ মার্কস পাওয়া যাবে না। আরও নতুন আঙ্গিকে সুন্দর করে করা যেত যদিও অভিভাবক বা টিউটর কর্তৃক করা নিয়মটা তার চেয়ে কোন অংশেই কম নয়।

উল্লেখ্য, অংক যদি সঠিক ও নির্ভুল হয় তাহলে সেটাতে শিক্ষকের আপত্তি উপস্থাপন অযৌক্তিক বৈ-কি! তাই আমি এ ধরনের শিক্ষকদের প্রতি অনুরোধ রাখব তাঁরা এই ধরনের ব্যবসায়িক মনোভাব নিয়ে মহৎ এই পেশাটাকে কলংকিত করবেন না।

—মোঃ আক্তার হোসেন (লিখন),
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।